REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১১ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯ ইংরাজী 27th July 1932 | ১১শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের ডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। ১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট্, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা বড়বাজার।

হিলিংবাম

গত ৩৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না বা অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১১ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯ সাল।

ফুরা'ল বাগানের আম।

এতদ্দেশে আঁটির আম ফুরাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কলমের আমের আমদানী অল্প-বিস্তর হইতেছে। মধ্যম সাইজের ফজলী টাকায় ১০।১২টা কিনিতে পাওয়া যাইতেছে। মোট কথা এখনও খানেবালা লোকের আমের অভাব নাই। কাঙ্গাল গরীবের পক্ষে আম ফুরাইয়াছে।

বৃষ্টির অভাব।

এতদঞ্চলে কিছুদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় কৃষিকার্য্য বেশ চলিবে এইরূপ আশা হইয়াছিল। সেই বৃষ্টিপাতের জন্য হৈমন্তিক ধান্যের বীজ প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে কয়েকদিন সুবৃষ্টি না হওয়ায় অতিরিক্ত গরম হইয়াছে। সত্বর ভালভাবে বর্ষণ না হইলে হৈমন্তিক ধান্য রোপণ কার্য্যের খুব ক্ষতি হইবে।

ধনপতনগরবাসীগণের পারাপারের অসুবিধা।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ৬নং ওয়ার্ডে ধনপতনগর নামে একটী পল্লী আছে। উহা ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। এখানকার লোকজনের পারাপারের সুবিধার জন্য পূর্ব্বে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের ঘাট হইতে ধনপতনগর পর্য্যন্ত একখানি ফেরী নৌকা চলাচল করিত। এক্ষণে উহা বন্ধ করা হইয়াছে। বর্ষাকালে প্রায় আধ মাইল জল, ভাঙ্গিয়া উক্ত পল্লীর অধিবাসীগণকে জঙ্গিপুর ফেরীঘাটে পার হইতে হয়। ইহা বড়ই অসুবিধাজনক ও বিপজ্জনক। আমরা এ বিষয়ে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এগার পয়সার জন্য নরহত্যা।

আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

লাহোর, ২৬শে জুলাই

এগার পয়সা লইয়া বিবাদের ফলে গালমণ্ডীর ঈশ্বর দাস নামক জনৈক মাংস বিক্রেতাকে হত্যা করিবার অভিযোগে ওয়াজিদ আলী নামক জনৈক মুসলমান যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামী একটী ছোরা লইয়া ঈশ্বর দাসকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। ফলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

ভারতবর্ষের ভোটাধিকার কমিটির পাবলিসিটি অফিসারের সাদর সম্ভাষণসহ ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্টের ১ম ভাগের সংক্ষিপ্ত সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কমিটির প্রস্তাবসমূহের মূলে যে সকল সাধারণ নীতি আছে সেগুলি ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কাজ এই ছিল যে, নির্ব্বাচনমণ্ডলের পরিসর এরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যে, সমাজের কোন বিশিষ্ট শ্রেণীই নিজেদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করিবার উপায় হইতে বঞ্চিত না হয়, কাজেই তাঁহারা লোকসংখ্যার একটী পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শতকরা অংশকে ভোটাধিকার দেওয়া অপেক্ষা ভোট দিবার ক্ষমতা কি উপায়ে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও কার্য্যকরীভাবে বণ্টন করা যায় তাহার উপর বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। একথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর সংখ্যা হিসাবে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিলে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দ্বারা অধিকাংশ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বিশিষ্ট স্বার্থসমূহের কথা কেন প্রকাশ করা যাইতে পারিবে না তাহার কোন কারণ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কৃষিজীবি পরিবারের প্রধানগণ শুধু নিজেদের নহে পরন্তু তাঁহাদের সহিত যাহারা বাস করে পরিবারের এরূপ সকল সভ্যের পক্ষ হইয়া কথা বলিয়া থাকে; স্ত্রীলোক ভোটারগণ কতকটা স্ত্রী জাতির পক্ষ হইয়া কাজ করেন; ট্রেড ইউনিয়ানগুলি শ্রমিকগণের পক্ষ হইয়া কথা বলে; অবনত শ্রেণীর ভোটারগণ, ভূম্যধিকারিগণের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রভৃতির সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা খাটে। তারপর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহের নির্ব্বাচনের জন্য যে সকল যোগ্যতা প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দুইটী সাধারণ যোগ্যতা ও কয়েকটী বিশেষ যোগ্যতার কথা বলা হইয়াছে। প্রথম সাধারণ যোগ্যতা সম্পত্তি; কমিটী বলেন যে, ইহা প্রথম হইতেই ভোটাধিকারের প্রধান ভিত্তি রহিয়াছে; ভারতবর্ষে সকলেই ইহা ইতিমধ্যেই বেশ বুঝিতে শিখিয়াছে এবং সাধারণতঃ সকলেই ইহার অনুমোদন করে। যাহাতে এই যোগ্যতাসূত্রে অধিকাংশ ভূম্যধিকারী, প্রজা এবং সহরস্থ করদাতা এবং দরিদ্র শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক নির্ব্বাচন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন, সম্পত্তির পরিমাণ সেইরূপভাবে কমাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সাধারণ যোগ্যতা শিক্ষাবিষয়ক; ইহার সুবিধা এই যে, ইহার দরুণ ভবিষ্যতে ভোটাধিকারের পরিসর আপনা হইতে বৃদ্ধি হইতে পারিবে। বিশেষ যোগ্যতাসমূহের মধ্যে প্রথমটি স্ত্রীলোকদিগের জন্য। ইহা এই জন্য দরকার যে, অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোকেরই সম্পত্তি আছে এবং পুরুষদিগের তুলনায় অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক লিখনপঠনক্ষম। কমিটির প্রস্তাব অনুসারে নির্ব্বাচক তালিকার ½ অংশ হইবে স্ত্রীলোক, এবং তাহাদের মধ্যে কতক সংখ্যক যাহাতে আইনসভাগুলিতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রমিকের বেলায় যোগ্যতার পরিমাণ এরূপভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সহরের শ্রমশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং আইনসভাগুলিতে তাহাদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবসায় এবং শিল্পের, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এবং ভূম্যাধকারিগণের বর্ত্তমান প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় নাই, কিন্তু বজায় রাখা হইয়াছে। আইনসভাগুলির বর্ত্তমান আয়তন বাড়াইয়া দুই এবং তিন গুণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, কাজেই এই সকল বিশিষ্ট স্বার্থের প্রতিনিধির সংখ্যা অনুপাতে বর্ত্তমান অপেক্ষা কমিয়া যাইবে। অবনত শ্রেণী সম্বন্ধে কমিটী বলেন যে, আইন সভায় তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রশ্ন তাঁহাদের নিয়োগের সীমার বহির্ভূত, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকায় যাহাতে তাহাদের নাম যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পায় তজ্জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছাধীন প্রজা, ভূমিশূন্য শ্রমজীবি এবং অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থার গ্রাম্য শিল্পী ও কারিগরগণের জন্য ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কিন্তু শ্রমিক ও অবনত শ্রেণীসমূহের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার বলে ইহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কতকটা সম্ভব হইবে এবং ইহা ছাড়াও কতকগুলি প্রদেশে তাহাদের মধ্যে কতক লোককে সাধারণ ভোটারের তালিকায় স্থান দেওয়া হইবে। কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই সকল প্রস্তাবের ফলে ৩ কোটী ৬০ লক্ষ লোক প্রাদেশিক ভোটারের তালিকায় স্থান পাইবে এবং ভোটাধিকারপ্রাপ্ত পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৪৩'৪ ও পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ১০'৫ হইবে। কিন্তু কমিটী স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সকল সংখ্যা লইয়া তাঁহারা হিসাব করিয়াছেন তাহাদের কতকগুলি আনুমানিক, কাজেই ঐগুলির ঠিক ফল কি হইবে তাহা এখন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন; এবং তাহারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের ভোটাধিকার সাব-কমিটী বিশেষভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উহার সংখ্যার অনুপাতে ভোট দিবার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যার অনুপাতে ভোটদাতার সংখ্যার হিসাবে গরমিল আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নূতন ভোটাধিকার অনুমোদিত হইলেই ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

গোলাপ ফুল।

ধনীর বাগানে ফুটো ফুটো ফুল
গোলাপ বরণ আভা,
চাঁদের কিরণে রাঙিয়া সে ফুল
উজলিল শত শোভা।
কতই যতনে রাখিল সে ধনী
নিজ হাতে গড়া বিত্ত,
ফোটাতে প্রসূনে মনোমত করে
অমিয়-সরস চিত্ত।
দেখরে মানব, দেখরে ভাবুক
সে ফুলের কত কান্তি,
ভরে কিনা বুক, পাস, কিনা সুখ
শত সুষমার শান্তি।
এহেন মায়ার ফুল যার তিনি
কি জানি কারণ কি সে,
সঁপিলেন ফুল মরমীর হাতে
নয়নের জলে মিশে।
শুনেছি মরমী লইয়া সে ফুল
আপন মন্দিরে তার
কভু বুকে করি, কভু পাশে ধরি
নেহারিত বারেবার।
প্রতি রজনীর শেষে সেই ফুল
নিহারে সিক্ত হয়ে,
ঊষার পরশে পবনে দুলিয়া
লুটায়ে পড়িত পায়ে।
হঠাৎ সে দিন দমকা বাতাসে
দরদী গেল গো উড়ে
সেই দমকার বাতাসে ফুলের
পাঁপড়ি পড়িছে ঝ'রে।
চেয়ে দেখ শুধু, কাঁদ আঁখি আজ
উপায় নাইরে আর,
তৃষিত ফুলের পিয়াস মিটাতে
নাই কারো অধিকার।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দাস রায়, বি, এ,
ব্রাহ্মণটুলি।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই আগষ্ট ১৯৩২।

৬৭৯ খাং ডিঃ অধরচন্দ্র মণ্ডল দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ৩২৶৩ পং গনকর মৌজে চক নশীপুর ও কুতুবপুর ২-৯১ শতকের কাত ৬৷৶৮ আঃ ২৫৲

৬৮০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩২৸৶০ পরগণাদি ঐ ৪-৪৫ শতকের কাত ৬৸৶১০ আঃ ২৫৲

৬৮১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৫৷৶৬ পং গনকর মৌজে কুতুবপুর ও চক্ কুতুবপুর ৬-১৮ শতকের কাত ১৩৷৶১৮৷ আঃ ২৫৲

৬৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৷৯ পং গনকর মৌজে নশীপুর ২-৭৩ শতকের কাত ৬৸৶১০ আঃ ২০৲

৬৮৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৭৷৬ পং গনকর মৌজে নশীপুর ও কুতুবপুর ৬ ৬৬ শতকের কাত ২৩/৯ আঃ ৫০৲

২৭০ মর্গের ডিঃ কেনারাম চন্দ্র দেং হরিলাল সাহা দিং মাষ্টার দাবি ৬৮২৲ পং গনকর মৌজে নিজ রঘুনাথগঞ্জ ৶৪ কাঠার কাত ১২৷০ আঃ ২২৯৲ প্রকাশ থাকে যে তদুপরিস্থিত কাহি ঘর চাল ছাপ্পর নওয়া জিমা সহ তলস্থ জমি।

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৮ই আগষ্ট ১৯৩২।

৫১১ খাং ডিঃ দোলগোবিন্দ দাস দেং মৃণালিনী দেবী দাবি ১৮২৷৶৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে শ্রীকান্তবাটী ১২/০ বিঘার কাত ২৫৷৶৬ আঃ ১২৫৲ সন ১৩৩৯ সালের শুরু হইতে প্রতি টাকায় ৶০ এক আনা হিসাবে বৃদ্ধি পাইবেন।

৫২৭ খাং ডিঃ সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া ইন্ কাউন্সিল্ দেং গোরাই মাঝি দাবি ১৬৸৶০ পং বেহরুল মৌজে পলন্দা ৬২ শতকের কাত ২৲৩ পাই আঃ ১০৲

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে জঙ্গীপুর মুন্সেফী আদালতে বার-এসোসিয়েশনের নূতন নিয়ম অনুসারে আগামী ১৫ই জুলাই হইতে প্রতি নম্বর ওকালতনামা দাখিল সময়ে এক আনা হিসাবে অতিরিক্ত খরচা আদায় দিতে হইবে। উক্ত খরচা বার-লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে ও আইন নজীর ও কেতাবাদি খরিদ জন্য ব্যয় করা হইবে।

বিনীত—
শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত, উকিল,
সেক্রেটারী জঙ্গিপুর বার লাইব্রেরী
মুন্সেফী আদালত।

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।
মূল্য ৪ আঃ শিশি ১৷৶০ এক টাকা পাঁচ আনা

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন
সোণামুখী অফিস,
মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্ম আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন :—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

কোন অসুখই দুরারোগ্য নয়!

পেটেণ্ট ঔষধ সাধারণক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইলেও নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে রোগের অবস্থা জটিল হইলে আমাদের পেটেণ্ট ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

বসন্ত মালতী।

এই মনোহর গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মেচেতা, ব্রণ, ছুলি প্রভৃতি বিকৃত চিহ্ন বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী সমুজ্জ্বল এবং বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়।

এক শিশি ৷৶০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে ৫০ বৎসরের অধিক আমাদের বহুদর্শিতা আছে।

নেত্রামৃত।

ইহা ব্যবহারে চক্ষু লাল হওয়া, কর্‌কর্ করা, বেদনা-বোধ, জল ও পিচুটী পড়া, পাতায় চুলকণা হওয়া, পাতা জুড়িয়া যাওয়া, ঝাপ্‌সা দেখা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়।

এক শিশি ১৲ টাকা।

দশনকান্তি চুর্ণ।

ইহা দ্বারা দন্তবেষ্টের স্ফীতি, বেদনা, কন্‌কনানি, রক্ত-পূষাদি স্রাব ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

এক প্যাকেট ৶০ আনা।
এক কৌটা ।০ আনা।
এক শিশি ৷০ আনা।

মফঃস্বলস্থ রোগিকে আমরা ডাকযোগে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। রোগ বিবরণ গোপন রাখা হয়।

ক্ষুধাবতী।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাবতী সেবনে ক্ষুধা-বৃদ্ধি হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

এক শিশি ১৲ টাকা।

প্রত্যেক ঔষধ এক ডজন লইলে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

সি, কে, সেন
এণ্ড কোং লিঃ,
২৯ নং কলুটোলা—কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ.

শ্রীযোগেশচন্দ্রঘোষএমএ,এফসিএস(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা ব্রাঞ্চ —{ শ্যামবাজার (ট্রাম ডিপোর উত্তর)
২১৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন, প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ।

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

যে যে জিনিষ বহু লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তাহার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। "চন্দ্রপ্রভা বটীকা" :—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেইরকম, ইহা নূতন এবং পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত-প্রদর প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। প্রতি বৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

২। "মণি তৈল" :—গুণে এবং সৌগন্ধে অতুলনীয়। এই তৈল শরীরপোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, সুগন্ধ প্রসাধনোপযোগী হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা কেশে মর্দ্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রী ধারণ করে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

৩। "কর্ণ তৈল" :—সকল প্রকার কর্ণরোগের মূলোৎপাটক অতি মনোহর তৈল। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা। সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৷৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।

মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ৷৷৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বিরায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

এজেণ্টস—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

সুলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিঃ ডিঃ হাজরা এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রবুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত